প্রথম আলো

তারিখ AUG. 24 2006
পৃষ্ঠা 20 কলাম ১

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে শিবিরের অশোভন আচরণ

উপাচার্যের অপসারণ চেয়ে আচার্যকে চার ডিনের চিঠি

সিলেট অফিস ও শাহ্জালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইসলামী ছাত্রশিবির গতকাল বুধবার সিলেট শাহ্জালাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়েছে। শিবিরের কর্মীরা দুটি অনুষদের ডিনসহ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার অনুষদের ডিন উপাচার্য ড. মোসলেহউদ্দিনের অপসারণের দাবি করে আচার্য ও রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি দিয়েছেন। একই দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকেরা আজ বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ক্যাম্পাসে ছয় মাসের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হলেও গতকাল সকাল ১০টায় ছাত্রশিবির বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনাকর স্লোগান দিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। একপর্যায়ে তারা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড মিনারেল সায়েন্স অনুষদের ডিন ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ড. জয়নাল আবেদীনের দপ্তরে গিয়ে ক্লাস নেওয়ার দাবি তুলে তাকে গালাগাল করে। পরে তারা জনপ্রিয় লেখক ও অ্যাপ্লায়েড •এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

অপসারণ চেয়ে আচার্যকে চার ডিনের চিঠি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সায়েন্স অনুষদের ডিন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের দপ্তরে গিয়ে একই দাবি তুলে তার সঙ্গেও অশোভন আচরণ করে। এ সময় কয়েকজন শিক্ষক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের পাশে দাঁড়ালে শিবিরের কর্মীরা তাদেরও গালাগাল করেন। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষকদের নেতা ড. আখতারুল ইসলামের সঙ্গেও শিবিরের ক্যাডারেরা দুর্ব্যবহার করেন।

শিবিরের কর্মীদের এমন তৎপরতার পরও প্রক্টরিয়াল কমিটির নিষ্ক্রিয়তায় মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষকেরা হতবাক হয়ে পড়েন। তারা তাৎক্ষণিকভাবে কালোব্যাজ ধারণ করে রেজিস্ট্রার জামিল আহমেদ চৌধুরীর কাছে গিয়ে নিরাপত্তার দাবি জানান। রেজিস্ট্রার তাদের জানিয়ে দেন, তার পক্ষ থেকে কোনো নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।

এ পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষকেরা প্রক্টরিয়াল কমিটি ও শিক্ষক সমিতির নেতাদের সঙ্গে বারবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারেননি। বেলা দুইটায় মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষকেরা জরুরি বৈঠকে বসেন। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ড. মো. জয়নাল আবেদীন, ড. রেজাই করিম খন্দকার, ড. সুশান্ত কুমার দাস, ড. ইয়াসমিন হক, ড. আখতারুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন জঘন্যতম ঘটনা আর ঘটেনি। শিবিরের ক্যাডারদের হাতে শিক্ষকেরা অপদস্থ হওয়ার ঘটনা প্রশাসনের লজ্জাজনক।

তিনি আরও বলেন, উপাচার্য ড. মোসলেহউদ্দিনের উপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকবে না বলে তারা আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ছয় মাসের জন্য ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শিবিরের ক্যাডারেরা উপাচার্যের ইন্ধনে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। তারা জানান, উপাচার্যকে অপসারণ না করা পর্যন্ত আজ বৃহস্পতিবার থেকে তারা

বেলা দেড়টায় ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবি জানায়। ক্যাম্পাসে তাদের অবস্থান এবং তৎপরতা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বৃহত্তর স্বার্থে বলে দাবি করে তারা।

শিক্ষকদের সঙ্গে অশোভন আচরণ এবং গালমন্দ প্রসঙ্গে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এ টি এম শরিফুল আমিন সুমন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা কারও সঙ্গে কোনো অশোভন আচরণ করিনি। শিক্ষকদের আমরা ক্লাস নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। তারা আমাদের অনুরোধ রাখেননি।'

বিকেল সাড়ে চারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চার অনুষদের ডিনদের সবাই এক জরুরি সভায় উপাচার্যের অপসারণের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। তারা হলেন অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স অনুষদের ডিন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, লাইফ সায়েন্স অনুষদের ড. মো. হাবিবুল আহসান, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড মিনারেল সায়েন্স অনুষদের ড. মো. জয়নাল আবেদীন ও সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদের ড. রেজাই করিম খন্দকার। পরে উপাচার্য ড. মোসলেহউদ্দিন আহমদের অপসারণের দাবিতে তারা আচার্য বরাবর একটি চিঠি পাঠান।

চিঠিতে বলা হয়, বর্তমান উপাচার্যের দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করতে হলে উপাচার্যকে অপসারণ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সাড়ে ছয় হাজার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অপসারণ জরুরি হয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে উপাচার্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। উপাচার্যপন্থী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত প্রক্টরিয়াল কমিটির সভাপতি ড. সাজেদুল করিম বলেন, শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তদন্ত করে দেখা হবে। তবে অন্য কোনো বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

শিবিরের কর্মীদের গালাগাল সম্পর্কে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ঘটনা খুবই লজ্জাজনক। এ ব্যাপারে আমি